বিআরটিসি সমাচার

বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন

Bangladesh Road Transport Corporation

১১তম সংখ্যা

জুলাই- সেপ্টেম্বর ২০২৩ (ত্রৈমাসিক)

প্রকাশকাল : অক্টোবর ২০২৩

এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়েতে বিআরটিসি

সূচিপত্রঃ

- বিভিন্ন দিবস উদযাপন
- বিআরটিসি'র ৩৪০ টি অত্যাধুনিক সিএনজি বাস ক্রয়ের প্রকল্প অনুমোদন
- আয়-ব্যয় সংক্রান্ত তথ্য
- সিপিএফ, ছুটি নগদায়ন, গ্র্যাচুইটি, কল্যাণ ও শিক্ষা সহায়তা তহবিল
- শ্রান্তি বিনোদন ভাতা প্রাপ্তির অনুভূতি
- বিভিন্ন ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় চেয়ারম্যান, বিআরটিসি
- আলোকচিত্রে বিআরটিসি
- প্রতিষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠান প্রধান সম্পর্কে অভিব্যক্তি
- বিভিন্ন প্রিন্ট মিডিয়ায় বিআরটিসি

প্রচার ও প্রকাশনায়:

১. **জনাব মোহাম্মদ সাইদুর রহমান**
মহাব্যবস্থাপক (প্রশাসন ও পার্সোনেল)

২. **জনাব হিটলার বল**
জনসংযোগ কর্মকর্তা, বিআরটিসি

যোগাযোগ:

ফোন নম্বর : ০২-৪১০৫১ ৩৩৭
০২-৪১০৫১ ৩৪৮

মোবাইল : ০১৮২৬-৩০৩২৩৮
০১৯২১-২২৯০১৩

ই-মেইল:
chairman@brtc.gov.bd

ওয়েবসাইট:
www.brtc.gov.bd

বিআরটিসি ফেইসবুক:
https://www.facebook.com/BRTC11/

বিআরটিসি ভবন
২১ রাজউক এভিনিউ, ঢাকা- ১০০০

বিভিন্ন দিবস উদযাপন

বীর মুক্তিযোদ্ধা শহীদ ক্যাপ্টেন শেখ কামাল এঁর ৭৪তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন

০৫ ই আগস্ট ২০২৩ বীর মুক্তিযোদ্ধা শহীদ ক্যাপ্টেন শেখ কামাল এঁর ৭৪তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে বিআরটিসির প্রধান কার্যালয়সহ সকল ডিপো/ইউনিটে ব্যানার-ফেস্টুন স্থাপন করা এবং মিলাদ মাহফিলের আয়োজন, কেক কাটা এবং বীর শহীদের প্রতি বিআরটিসির পক্ষ থেকে শ্রদ্ধা ও পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়।

বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব এঁর ৯৩তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন

০৮ আগস্ট ২০২৩ বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব এঁর ৯৩তম জন্মবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষ্যে বিআরটিসির প্রধান কার্যালয়সহ সকল ডিপো/ইউনিটে ব্যানার-ফেস্টুন স্থাপন করা হয়। বঙ্গমাতার বিদেহী আত্মার মাগফিরাতে মিলাদ মাহফিলের আয়োজন করা এবং বিআরটিসির পক্ষ থেকে বঙ্গমাতার স্মরণে বিনম্র শ্রদ্ধা ও পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর ৪৮তম শাহাদাত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস-২০২৩ উদযাপন

১৫ আগস্ট ২০২৩ স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর ৪৮তম শাহাদাত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে বিআরটিসির প্রধান কার্যালয়সহ সকল ডিপো/ইউনিটে ব্যানার-ফেস্টুন স্থাপন করা। জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি পুষ্পস্তবক অর্পণ, র‍্যালী, আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল আয়োজন করার মাধ্যমে অনুষ্ঠানটি সফলভাবে সম্পন্ন করা হয়।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এঁর ৭৭তম জন্মদিন উদযাপন

২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৩ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এঁর ৭৭তম জন্মদিন উদযাপন উপলক্ষ্যে বিআরটিসির সকল ডিপো/ইউনিটে ব্যানার-ফেস্টুন স্থাপন, জন্মদিনের কেক কাটা, আনন্দ র‍্যালী ও মিলাদ মাহফিলের মাধ্যমে দিবসটি পালিত হয়।

বিআরটিসি'র ৩৪০ টি অত্যাধুনিক সিএনজি বাস ক্রয়ের প্রকল্প অনুমোদন

গত ৫ সেপ্টেম্বর ২০২৩ ইং রোজ মঙ্গলবার জাতীয় অর্থনৈতিক কাউন্সিলের নির্বাহী কমিটির (একনেক) সভায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে বিআরটিসি'র ৩৪০ টি সিএনজি বাস ক্রয়ের প্রকল্প অনুমোদিত হয়। উক্ত ৩৪০টি সিএনজি বাসের মধ্যে ১৪০ টি সিটি বাসসহ ২০০টি ইন্টারসিটি বাস রয়েছে। বর্ণিত প্রকল্পে কোরিয়ান ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট কো-অপারেশন ফান্ড (ইডিসিএফ) অর্থায়ন করেছে।

যাত্রী সেবার মান উন্নয়ন এবং একইসাথে কর্পোরেশনের ডিপো/ইউনিটসমূহ আধুনিকায়ন ও যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সর্বাত্বক সহযোগীতা প্রদান করায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী এবং সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের সম্মানিত সচিবকে বিআরটিসি'র পক্ষ থেকে আন্তরিক অভিনন্দন ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হয়।

আয়-ব্যয় সংক্রান্ত তথ্য

বছর	মোট আয়	মোট ব্যয়	উদ্বৃত্ত	মন্তব্য
২০১৮-২০১৯	২৫৮৮৮.৪২	২৬৫৫৩.৩০	(-) ৬৬৪.৮৮	ক্ষতি
২০১৯-২০২০	৩৪৫৭৭.৭৭	৩৪৪৮৭.৯২	৮৯.৮৫	লাভ
২০২০-২০২১	৩১৬৩৬.১৭	৩১৮৯৩.২১	(-) ২৫৭.০৪	ক্ষতি
২০২১-২০২২	৪৭৫৯০.৭৮	৪৪০১৫.৩৬	৩৫৭৫.৪২	লাভ
২০২২-২০২৩	৬৩১৭৮.৬৬	৫৮৪০৭.২৭	৪৭৭১.৩৯	লাভ

সিপিএফ, ছুটি নগদায়ন, গ্র্যাচুইটি, কল্যাণ ও শিক্ষা সহায়তা তহবিল

ক্রম.	বিবরণ	কর্মচারীরর সংখ্যা	পরিশোধিত অর্থের পরিমাণ	মন্তব্য
১	সিপিএফ	৮	১৩,৯৮,৮৩৬.৭৫	নিজস্ব অর্থায়নে
৩	গ্র্যাচুইটি	৪	৫,০০,০০০.০০	
৪	কল্যাণ তহবিল	২০	১০,৬০,০০০.০০	
৫	শিক্ষা সহায়তা তহবিল	১৫৯	১৪,৭৭,০০০.০০	
	সর্বমোট	**১৯১**	**৪৪,৩৫,৮৩৬.৭৫**	

শ্রান্তি বিনোদন ভাতা প্রাপ্তির অনুভূতি

শুকদেব ঢালী

ডিজিএম অপারেশন, বিআরটিসি

আসসালামু আলাইকুম স্যার। আজ সকাল ১১.৪২ মিনিটে বেতনের একাউন্টে শ্রান্তি বিনোদনের টাকা পাওয়া যায়। দেখে খুব ভালো লাগছে। আপনার অনুমতি নিয়ে অনুভূতি প্রকাশ করছি। অনুষ্ঠান চলাকালীন সময়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মিলিটিরি একাডেমিতে ভাষণ শুনতে পেয়ে খুব খুশি হয়েছি। মহোদয়কে ও আন্তরিক ভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। বঙ্গবন্ধুর আজকের ভাষণে যে বক্তব্য রেখেছেন তা স্মরণ করে বলতে চাই বিআরটিসি এসময়ে পুরাতন বাস দিয়ে শ্রান্তি বিনোদনের ভাতা পরিশোধ হচ্ছে আর তখন নতুন বাস দিয়ে বেতনই হয়নি। টাকা এখনকার চেয়ে বেশি আয় হতো। কারণ বাসের খরচ কমছিল। এক সময়ে চালকগণ বলত, স্যার সমস্ত দিন বাস চালাই কিন্তু বেতন পাইনা। টাকা যায় কোথায়? তখন ভাবতাম কথা তো সত্যি। উত্তর পেতাম না। আজকের বিআরটিসি এবং বঙ্গবন্ধুর ভাষণে উত্তর পেলাম। স্যার, আপনার প্রতি কৃতজ্ঞতা পকাশ করছি। আজকে যেহেতু টাকা পেয়েছি বিগত দিনে মহোদয়ের পদে যাঁরা ছিলেন তাঁদের প্রতি দাবি রেখে গেলাম, ভাতা পাওনা রইল। আর সৃষ্টিকর্তার কাছে বিচার দিলাম এর বিচারের।

ভাতাটা পেয়ে খুশি হয়েছি আবার কষ্টও লাগছিল এই ভেবে যে চেয়ারম্যান মহোদয় এত কষ্ট করে আমাদের সকল কিছু দিল আর তাঁর সম্মান রাখতে পারিনি। স্যার শুধু দিয়ে যায়। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দেশের জন্য, দেশের মানুষের জন্য জীবন যৌবন সকল কিছু দিলেন। বিআরটিসি চেয়ারম্যান মহোদয় বিআরটিসি'কে ভালোবেসে সবকিছু ত্যাগ করে শুধু দিয়ে গেলেন। ষড়যন্ত্রকারীদের ঘৃণা জানিয়ে কবির ভাষায় বলতে হয় "... নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান, ক্ষয় নাই তার ক্ষয় নাই"।

স্যারের দীর্ঘায়ু কামনা করছি।

ওমর ফারুক মেহেদী

ইউনিট প্রধান, সোনাপুর বাস ডিপো

বিআরটিসির এক জীবন প্রদীপ

বিআরটিসি'র সর্বকালের সেরা প্রাপ্তি সেবা প্রদানের মাধ্যমে জনমনে আস্থা ও ভালোবাসা অর্জন। আর এই আস্থা ও ভালোবাসা অর্জনের নেপথ্য কারিগর বিআরটিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ তাজুল ইসলাম স্যার।জনাব তাজুল ইসলাম স্যারের গভীর দেশপ্রেমের ফসল হলো আজকের সম্ভাবনাময় ও আশাজাগানিয়া বিআরটিসি। প্রাণঘাতী কোভিডের তীব্র যন্ত্রণায় যখন বিআরটিসি কাতর, সেই যন্ত্রনায় অন্ধকার আকাশে আলো জ্বেলেছেন বিআরটিসি'র দুর্দিনের কান্ডারী জনাব মোঃ তাজুল ইসলাম স্যার। দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকে তিনি ধীরে ধীরে এগিয়েছেন। প্রাথমিক লক্ষ্য ছিল বিআরটিসিকে লোকসানের কবল থেকে মুক্ত করা ও সকল কর্মচারীর সার্বিক সুবিধা নিশ্চিত করে সহযোদ্ধাদের মুখে হাসি ফোটানো। বিআরটিসিকে রক্ষায় স্যারের ভূমিকা ছিল এমন 'দুর্দিনে টিকে থাকা সুদিনের বিপ্লব করার সমান'। যেখানে নতুন গাড়ি দিয়ে বেতন হতো না, সেখানে পুরাতন গাড়ি দিয়ে বেতন হচ্ছে আবার মাসের প্রথম কার্য দিবসে। শুধুই কি তাই! আমাদের অপ্রত্যাশিত শ্রান্তি বিনোদন ভাতাও পেলাম সেল ফোনের ছোট একটি ক্ষুদে বার্তার মাধ্যমে। জনাব মোঃ তাজুল ইসলাম স্যার বিআরটিসি সকল সহযোদ্ধাদের কাছে প্রেরণার দীপশিখা, আঁধার রাত্রির আলোকবর্তিকা। বিআরটিসির সুদীর্ঘ কালের জরাজীর্ণ শিকল দুমড়ে মুচড়ে যে যুগদিশারী দেখিয়েছেন মুক্তির পথ, অমিত তেজের ঘোষণা করেছেন বিআরটিসির জয়জয়কার। সহযোদ্ধাদের হৃদয়ে অনুরণিত করেছেন মুক্তির বার্তা তিনি আমাদের চেয়ারম্যান জনাব মোঃ তাজুল ইসলাম স্যার। তিনিই বিআরটিসির প্রাণপুরুষ। কালজয়ী এ স্বাপ্নিক পুরুষের প্রতিটি পদক্ষেপ আমাদের নতুন পথের সন্ধান দিয়েছে, প্রতিটি নির্দেশনা যুগিয়েছে অনুপ্রেরণা, বাড়িয়েছে আনন্দদায়ক কর্মস্পৃহা।

আমাদের চেয়ারম্যান জনাব মোঃ তাজুল ইসলাম স্যার যেন গ্রীক মিথোলজির ফিনিক্স পাখি। আগুনে পুড়ে যাওয়ার পরও ফিনিক্স পাখি যেমন নতুন আসা ও স্বপ্ন নিয়ে পুনরায় জন্ম নেয়। ঠিক তেমনি চেয়ারম্যান স্যার বিভিন্ন বাধা বিপত্তি আসার পরেও তা দক্ষতার সাথে মোকাবেলা করে নতুন আশা ও স্বপ্ন নিয়ে এগিয়ে গিয়ে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের দ্বার উন্মুক্ত করেছেন যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সহ বিভিন্ন মিডিয়া ও সরকারের উচ্চ মহলে প্রশংসিত হচ্ছে। বঙ্গবন্ধুর জন্ম না হলে যেমন স্বাধীন অপার সম্ভাবনাময় প্রাকৃতিক লীলাভূমির এই বাংলাদেশ সৃষ্টি হতো না। তেমনি জনাব মোঃ তাজুল ইসলাম স্যার না আসলে আজকের এই দুর্বার গতিতে নির্ভয়ে এগিয়ে যাওয়া স্মার্ট বিআরটিসির সৃষ্টি হত না। জনাব মোঃ তাজুল ইসলাম স্যার ও বিআরটিসি যেন একে অপরের পরিপূরক। পরস্পর একাত্মা যেন এক সুতোয় গাঁথা। জনাব মোঃ তাজুল ইসলাম স্যার সেই সাধক যিনি তাঁর দীর্ঘ কন্টকাকীর্ণ সাধনায় পুরো বিআরটিসি পরিবারের হৃদয়ে আশার সঞ্চার করেছেন এক নতুন দিনের স্বপ্নের সমান সমৃদ্ধ 'স্মার্ট বিআরটিসি'। কর্মবীর ও কর্মচারীবান্ধব চেয়ারম্যান জনাব মোঃ তাজুল ইসলাম স্যার 'একটি প্রদীপ' যার আলোতে আমরা প্রতিনিয়ত আলোকিত ও উদ্ভাসিত হচ্ছি। স্যারের গুরুত্ব হয়তো এখনো পুরোপুরি আমরা অনুধাবন করতে পারছি না। এই প্রদীপ অন্য ঘরে আলো দিলে তখন হয়তো অনুধাবন করতে পারবো কতটুকু আলো দিয়েছিলেন বিআরটিসি পরিবারকে।

পূর্ণতা পাক চেয়ারম্যান স্যারের সকল লালিত স্বপ্ন,
জয় হোক বিআরটিসির।

সাবিনা ইয়াসমিন

উচ্চমান সহকারী (প্রশাসন ইনচার্জ), জোয়ারসাহারা বাস ডিপো

শুকরিয়া মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আল্লামীনের দরবারে, যিনি এমন একজন মানব সন্তানকে আমাদের মাঝে রহমত স্বরূপ দান করেছেন। যার উপমা দেওয়া বা প্রশংসা করে শেষ করা যাবে না। বিআরটিসি'র বিভীষিকাময় দুর্দিনে এমন একজন মহান হৃদয় ও মানবিকতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আমাদের প্রাণের তাজুল ইসলাম স্যার। স্যারের নিপুণ হাতের ছোঁয়ায় বিআরটিসি'র অভূতপূর্ব উন্নয়নে আমরা গর্বিত ও আনন্দিত।

বিগত ২৩/০৫/২০০৪ ইং তারিখ বিআরটিসি'তে আমার প্রথম পদার্পণ। তখন আমি অনার্সে অধ্যায়নরত। সেই সময়ে যাদের পেয়েছি সিংহভাগ মানুষেরই মন্তব্য ছিল "বিআরটিসি'তে এসে নিজের ভবিষ্যৎটা নষ্ট করেছো। এর যে বেহাল দশা, দেখবে অচিরেই বিআরটিসি বন্ধ হয়ে যাবে"। পরবর্তীতে যা দেখলাম তা সত্যি হতাশার চরম পর্যায়ে পৌঁছে দেয়ার জন্য যথেষ্ট ছিল। এক এক করে ১৪ মাসের বেতন বকেয়া পড়ে গেল। কাউকে বিশ্বাস করানো যাচ্ছিল না। আত্মীয় স্বজন/বন্ধুবান্ধবদের একই কথা" কি বলো আজগুবি কথা, সরকারি চাকরিতে আবার বেতন বকেয়া পড়ে নাকি? আজকের এই অবস্থায় আমরা পৌঁছাবো ভাবনাতেই আসেনি। সেই অবস্থায় শ্রান্তি বিনোদন ভাতাতো কল্পনার বাইরে। শ্রান্তি বিনোদন বলতে যতটুকু জেনেছি, তার পুরোটাই ছিল পুঁথিগত বিদ্যা। এর বাস্তবায়ন বিআরটিসি'তে হবে কখনও চিন্তাও করিনি।

২০০৪ থেকে প্রায় ২০ বছর যাবৎ টানা কম্পিউটার ব্যবহার করছি। বেশ কিছুদিন ধরে শারীরিক ভাবে অসুস্থতা দেখা দিয়েছে। ডাক্তারের নিষেধ থাকা সত্ত্বেও আমার রিজিকের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা মোতাবেক নিয়মিত কম্পিউটারেই কাজ করে যাচ্ছি। চেয়ারম্যান মহোদয় কর্পোরেশনের জন্য যা করছেন, সেই তুলনায় আমিতো ক্ষুদ্র, নগন্য। মহোদয়ের নির্দেশনায় এখন থেকে আর কোনো মহিলা কর্মীকে অফিস সময়ের পরে অফিস করতে হবে না। মহান আল্লাহ্ তা'য়ালার ইচ্ছায় মহোদয়ের হস্তক্ষেপেই এই অসম্ভবটি সম্ভব হয়েছে।

আলহামদুলিল্লাহ্, মাননীয় চেয়ারম্যান মহোদয়, জনাব মোঃ তাজুল ইসলাম স্যারের অবদানে আজ আমরা সয়ংসম্পূর্ণ। প্রতি মাসের ১ম কার্য দিবসে একাউন্টে বেতন জমা হয়ে যায়। নারী কর্মীদের কর্মস্পৃহা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজনের ব্যবস্থা করেছেন। মহিলা কর্মীদের জন্য আলাদা ওয়াশরুমের ব্যবস্থা করেছেন। কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মেধাবী সন্তানদের লেখাপড়ায় উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে শিক্ষাবৃত্তির ব্যবস্থা করেছেন। অসুস্থ কর্মকর্তা-কর্মচারীদের চিকিৎসার প্রয়োজনে বিশেষ কল্যাণ ভাতা প্রদান, কর্মরত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করা কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পরিবারের সদস্যদের জন্য বিশেষ আর্থিক সহায়তা প্রদান করছেন। স্বচ্ছ নিয়োগের মাধ্যমে বেশ কিছু শিক্ষিত বেকারদের বিআরটিসি'তে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেছেন। আপনার নির্দেশনায় অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা-কর্মচারীরা অনলাইনের মাধ্যমে দ্রুততম সময়ের মধ্যে যাবতীয় পাওনা পেয়ে যাচ্ছেন। প্রতিটি ডিপোর হয়েছে অভূতপূর্ব অবকাঠামোগত উন্নয়ন।

মহান আল্লাহ'র দরবারে কোটি কোটি শুকরিয়া চেয়ারম্যান মহোদয়কে আমার স্যার হিসেবে পেয়েছি। প্রায় ১৫ বছর আগের একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে অনেক কষ্ট থেকে বলেছিলাম "জীবনে কখনো কোন 'মানুষ বিচারক' এর কাছে বিচার চাইবো না"। যত কষ্টই হোক সেই সিদ্ধান্তেই অটল ছিলাম। কিন্তু স্যারকে, সেই 'মানুষ বিচারক' বলে মনে হয়নি তাই আবেগের সাথে মনের কষ্টগুলো ঢেলে দিয়েছিলাম নির্দ্বিধায়। পেয়েছি স্যার, আমি বিচার পেয়েছি। 'মানুষ বিচারক' এর সম্পর্কে যে ধারণা আমার ছিল, তা শুধু মাত্র আপনার বিচক্ষণতা আর মানবতার কারণে ভুল প্রমাণিত হয়েছে। চেয়ারম্যান মহোদয়ের কাছে আমার কৃতজ্ঞতার শেষ নেই।

মহোদয়ের উছিলায় বিআরটিসি'র হাজার নিপীড়িত কর্মচারীদের মতো আমিও জায়নামাজে বসে মন থেকে দোয়া করি- মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আ'লামীন যেন দুনিয়া ও আখেরাতের সমস্ত বিপদ আর মুসিবত থেকে আপনাকে হেফাজত করে পরিপূর্ণ সুস্থতা ও দীর্ঘায়ু দান করেন। আমিন।

জামাল হোসেন

কারিগর-বি, বিআরটিসি সমন্বিত কেন্দ্রীয় মেরামত কারখানা, গাজীপুর

আলহামদুলিল্লাহ্, দীর্ঘ ১২ বছর চাকরি জীবনে আমি এই প্রথমবার শ্রান্তি বিনোদন ভাতা পেয়েছি। যা পেয়ে আমি এবং আমার পরিবার গর্বে খুব আনন্দিত। সেই আনন্দের মূল কারণে যারা আছেন প্রথমে আমি তাদের ধন্যবাদ জানাই। আমি ধন্যবাদ জানাই আমাদের বিআরটিসি'র প্রিয় অভিভাবক দুসাহসী সাহসী ও লড়াকু সৈনিক বর্তমান চেয়ারম্যান স্যারকে। সে সাথে আরও ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের প্রধান কার্যালয়ের উর্দ্ধতন কর্মকর্তাবৃন্দকে। যাঁদের অক্লান্ত পরিশ্রমের মাধ্যমে বিআরটিসি আজকে বাংলাদেশে সুনামধন্য একটি আধুনিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। বিআরটিসি'র সকল কর্মচারী, কর্মকর্তা এবং কর্পোরেশনের বৃহত্তর স্বার্থে কাজের উৎসাহ ও উদ্দীপনা বাড়ানোর উদ্দেশ্যে দীর্ঘ ২৩ বছর পর আজকে শ্রান্তি বিনোদন ভাতা দিয়ে বিআরটিসি'তে একটি নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন আমাদের বর্তমান চেয়ারম্যান স্যার। আজ যেন আমাদের ঈদের খুশি প্রত্যেকটা কর্মচারীর ঘরে ঘরে। পরিবার পরিজন নিয়ে আমরা মহা আনন্দে আছি, যা ভাষায় প্রকাশ করা যাচ্ছে না। আমরা যা ভাবিনি, কল্পনাও করিনি, স্বপ্নেও দেখিনি সেই স্বপ্ন স্যার আমাদের দেখিয়েছেন, স্বপ্ন বাস্তবায়িত করেছেন। আমাদের বিআরটিসি'তে এমন এক মানবিক অফিসার পেয়ে আমরা সবাই আনন্দিত এবং গর্বিত। আমরা প্রতিজ্ঞা করছি যে, স্যারের সকল নির্দেশনা মেনে স্যারের সহযোদ্ধা হয়ে বিআরটিসি'কে আরো সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবো ইনশা আল্লাহ।

আজকের এই শ্রান্তি বিনোদন ভাতা সহ আরো বিভিন্ন ধরনের অর্জনকে ধূলিস্যাৎ করার জন্য কিছু সংখ্যক স্বার্থান্বেষী দুস্কৃতিকারী কুলাঙ্গার বর্তমান উন্নয়নের বিরুদ্ধে অপপ্রচার করে যাচ্ছেন। আমরা এ ধরনের মিথ্যা অপপ্রচারকারীর বিরুদ্ধে তীব্র নিন্দা জানাচ্ছি। বিআরটিসির উন্নয়ন কাজে যারা বাধাগ্রস্থ করছেন আমরা তাদের কঠিন হুশিয়ারীর মাধ্যমে জানাতে চাচ্ছি বিআরটিসি'র কল্যানে কাজ করা শ্রদ্ধেয় জনাব মোঃ তাজুল ইসলাম স্যারের বিরুদ্ধে যারা মিথ্যা অপপ্রচার করার প্রচেষ্টায় রয়েছে তাদেরকে আমরা সকলে মিলে কঠিন হাতে প্রতিহত করবো এবং দাতভাঙ্গা জবাবের মাধ্যমে আমরা রুখে দাড়াবো।সেই সাথে আমাদের বিআরটিসির কর্ণধার শ্রদ্ধেয় জনাব মোঃ তাজুল ইসলাম স্যারের সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।

মোঃ আক্কাস আলী

কারিগর-সি, বিআরটিসি ঢাকা ট্রাক ডিপো, তেজগাঁও, ঢাকা

আমার নাম মোঃ আক্কাস আলী। আমি ২০১১ সালে কারিগর-সি পদে বিআরটিসি ঢাকা ট্রাক ডিপোতে যোগদান করি। আমি ঢাকা ট্রাক ডিপোতে এসে ডিপোর যে হাল দেখেছি, কোন একটা কাজ করার মতো পরিস্থিতি ছিলো না। এক দুই ঘন্টা বৃষ্টি হলে হাটু পর্যন্ত পানি উঠে যেতো। এ জায়গায় যে বিআরটিসি ডিপো আছে তার পরিচয় বোঝা যেতো না। ঢাকা ট্রাক ডিপোর পরিস্থিতি এসে দেখি যে ৬/৭ মাস বেতন নাই। কারিগরদের কাজের

দুইটি শেড ছিলো যা অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ যে কারিগররা ভয়ে ঐ শেডের নিচে যেতো না। টেকনিক্যালের কোন রুম ছিলো না। একজন সিকিউরিটি গার্ড থাকতো। বৃষ্টি এলে রুমে ছাতা টানিয়ে বসে থাকতে হতো। কাজ করার কোন পরিবেশ ছিলো না।

আমাদের বর্তমান চেয়ারম্যান স্যার যোগদান করার পর ডিপোগুলোর উন্নয়ন কাজ শুরু হলো। প্রত্যেকটি ডিপো চিনার মতো একটা পরিচয় হলো। প্রত্যেকটা ডিপো কাজ করা শুরু করলো। ধীরে ধীরে পিছনের বকেয়া বেতনগুলো পরিশোধ করে প্রথম কার্য দিবসে বেতন পাওয়া শুরু হলো। আগে ঢাকা ট্রাক ডিপোতে ২ ঘন্টা বৃষ্টি হলে, ২ দিন কাজ করতে পারতাম না। ডিপোর এমন অবস্থা ছিলো যে যদি ২ ঘন্টা বৃষ্টি হতো তা হলে রাস্তার যে পানিগুলো আছে তা ড্রেন দিয়ে ডিপোতে ঢুকে জলাবদ্ধ হয়ে ১ হাটু পানি থাকতো যার ফলে আমরা কাজ করতে পারতাম না। শেডের ভিতরে যে মেকানিক কাজ করবে সেই শেড ছিলো ঝুঁকিপূর্ণ ফলে ভয়ে কেউ শেডের নিচে যেতো না। বর্তমান চেয়ারম্যান মহোদয় যোগদান করার পরে তার নির্দেশে আমাদের আশরাফ স্যার কাজ হাতে নিলেন। আশরাফ স্যার এসে প্রত্যেকটি কাজ তদারকি করলেন। তদারকি করে করে আমাদের শেডের কাজ ধরলেন। মেকানিকরা বৃষ্টির সময় কাজ করতে পারে না। এখন বৃষ্টির সময় শেডে গাড়ি নিয়ে কাজ করতে পারে। আমরা শেড কমপ্লিট পেলাম। আগে চালক ভাইয়েরা এসে বিশ্রাম নেয়ার কোন জায়গা ছিলো না। এখন বিশ্রাম নেয়ার জায়গা আছে। ফ্যান আছে, খাট আছে। দূর থেকে গাড়ি চালিয়ে এসে যদি বিশ্রাম নিতে না পারে তাহলে সেই ড্রাইভার ভাই গাড়ি চালাতে পারবে না। আমাদের চেয়ারম্যান মহোদয়ের মাধ্যমে ডিজিএম আশরাফ স্যার সে ব্যবস্থাটি করলেন। টেকনিকাল জব রুমটা ছিলো না। পানি পড়তো। সে রুমটা সুন্দর করেছেন।

আমাদের যে শ্রান্তি বিনোদন ভাতাটা, আমরা কিন্তু জানতাম ও না যে শ্রান্তি বিনোদন ভাতা কি? শ্রান্তি বিনোদন ভাতার বিষয়টি আমাদের এই চেয়ারম্যান মহোদয় এসে জানালেন। কর্মচারীরা জানতে পারলেন। আবার কর্মচারীদেরকে শ্রান্তি বিনোদন ভাতাও দিলেন। আমরা তাকে ধন্যবাদ জানাই। যে জিনিসটা জানি না তা জানা হলো। যে জিনিসটা বুঝতাম না সেই জিনিসটা বুঝা হলো। আমাদের আগে কোন পোষাক ছিলো না। বিআরটিসি কোন পোষাক দিতো না। এখন কারিগর ভাইদের পোষাক দেয়। বিআরটিসি স্মার্ট কার্ড করে দিলো রাস্তাঘাটে চলার জন্য। এই চেয়ারম্যান মহোদয়ের আমলেই আমরা কার্ড পেয়েছি। আমার মনে হয় চেয়ারম্যান মহোদয় আমাদের শ্রমিকদের জন্য আরও যেন কি ভাবছে? হয়তো দেওয়ার জন্য। আমি চেয়ারম্যান মহোদয়কে ধন্যবাদ জানাই। তিনি শ্রমিকদের, কর্মচারীদের বিষয় ভাবেন। সবার আগে কর্মচারীদের কথা বলেন। কর্মচারীদেরকে কি দিলে কর্মচারীরা ভালো থাকবে সেই চিন্তাই করেন। তিনি বিআরটিসি'র উন্নয়নের জন্য যে পরিশ্রম করছেন, তিনি শ্রমিকদের মনের থেকে, আত্মা থেকে অবশ্যই দোয়া পাবেন।

চেয়ারম্যান মহোদয়ের দীর্ঘায়ু ও সুস্থতা কামনা করি। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। আল্লাহ্ হাফেজ।

বিভিন্ন ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় চেয়ারম্যান, বিআরটিসি

এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে দিয়ে বিআরটিসি বাস চলাচল সম্পর্কে যমুনা ও আর টিভি'র সাথে চেয়ারম্যান, বিআরটিসি'র সাক্ষাতকার

এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে দিয়ে বিআরটিসি বাস চলাচল সম্পর্কে এটিএন বাংলা ও একাত্তর টিভি'র সাথে চেয়ারম্যান, বিআরটিসি'র সাক্ষাতকার

আলোকচিত্রে বিআরটিসি

এক্সপ্রেসওয়ে দিয়ে বিআরটিসি বাস চলাচলের শুভ উদ্বোধন সম্পর্কে সংবাদকর্মীদের সাথে মত বিনিময় করছেন সড়কপরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের সম্মানিত সচিব

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল, অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা, সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি এবং তথ্য অধিকার সংক্রান্ত অংশীজন সভা'য় বক্তব্য রাখছেন চেয়ারম্যান, বিআরটিসি

জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলে বক্তব্য রাখেন চেয়ারম্যান, বিআরটিসি

বিআরটিসি'র বাস ও ট্রাকে ইলেক্ট্রনিক টোল কালেকশন (ইটিসি) সিস্টেম চালুকরণের লক্ষ্যে ডাচ্ বাংলা ব্যাংকের সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর অনুষ্ঠান

সদ্য পদোন্নতিপ্রাপ্ত যুগ্মসচিবগণ বিআরটিসি'র বাসে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মাজারে গমন করেন এবং মাজারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন

বিআরটিসি বাস যোগে ৬০০ জন বিসিএস ক্যাডার সাভারে অবস্থিত বিপিএটিসি'তে প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন

প্রতিষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠান প্রধান সম্পর্কে অভিব্যক্তি

ফাতেমা বেগম

জেনারেল ম্যানেজার (আইসিডব্লিউএস ও প্রশিক্ষণ), বিআরটিসি

আমার দেখা বিআরটিসি

বিআরটিসি রাষ্ট্রীয় সেবামূলক পরিবহন সংস্থা। ১৯৬১ সালে একটি আধুনিক সড়ক পরিবহন ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য রোড ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশন অধ্যাদেশ-VII, ১৯৬১ এর অধীনে বিআরটিসি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। প্রতিষ্ঠা লাভের পর ১৯৭২ সালে হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি, স্বাধীনতার মহান স্থপতি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর প্রত্যক্ষ দিক নির্দেশনায় পুনর্গঠিত হয়ে নতুন আঙ্গিকে যাত্রা শুরু করে। সড়ক যোগাযোগের চাকা ঘুরিয়ে উন্নত দেশগুলো তাদের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটিয়েছে, এতে সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবন প্রবাহের চাকাকেও সচল রাখা সম্ভব হয়েছে।

কর্মের মাধ্যমে যদি কোন লাভ অর্জিতও হয় সে লাভ আর্থিক নয়, আত্মিক। এ ধরনের কর্মে লাভ লক্ষ্য নয়, উপলক্ষ্য-উদ্দেশ্য নয়, বিধেয়; মূখ্য নয় গৌণ; উচ্চ নয়, তুচ্ছ; অগ্রগণ্য নয় বরং নগণ্য। এ অর্থে বিআরটিসি লাভ অন্বেষক নয়; সেবা বিধেয়ক। মানসম্পন্ন অনবদ্য সেবার স্বাক্ষর দেদীপ্যমান হবার প্রত্যয়দৃপ্ত অঙ্গীকার নিয়েই এ সংস্থার অভিযাত্রা। সে কারণেই অপরাপর পরিবহন সংস্থা থেকে বিআরটিসি স্বতন্ত্র বৈশিষ্টে বিশিষ্ট্য। এ সেবামূলক সংস্থাটিতে কর্ম পরিচালনার সুবাদে অনেক অম্ল-মধুর, প্রিয়-অপ্রিয়, অভিব্যক্তি-অভিভাষণের সাথে আমার পরিচয় ঘটেছে। সকল স্তরের মানুষের কালের আবর্তে-আঘাতে, সময়ের ঘাত-প্রতিঘাতে, অভাব-অনটনে, নীতির পরিবর্তনে, সামাজিক বিবর্তনে পারিপার্শ্বিক উত্থান পতনে এর অবয়বে কখনো লেগেছে অবক্ষয়ের কালিমা আবার কখনো লেগেছে প্রকৃষ্ট প্রগতি হাওয়া।

বর্তমানে বিআরটিসি'তে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এসেছে। বদলে যাওয়া বিআরটিসি'র স্বপ্নদ্রষ্টা সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জনাব মো. তাজুল ইসলাম। তিনি ২০২১ সালের ৭ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন (বিআরটিসি)'তে চেয়ারম্যান হিসেবে যোগদান করেন। যোগদানের পর সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী ও সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের সচিবের প্রত্যক্ষ দিকনির্দেশনায় 'আয় বৃদ্ধি, ব্যয় সংকোচন ও সেবার মান উন্নয়ন' ব্রত নিয়ে তিনি কাজ শুরু করেন। সেবার ব্রত স্থবিরতায় আড়ষ্ট হয়নি বর্তমান চেয়ারম্যান মোঃ তাজুল ইসলাম স্যার, বিচলিত হয়নি তাঁর যাত্রা, বিচ্যুতি ঘটেনি মূল লক্ষ্য হতে। কারণ লক্ষ্য যেখানে স্থির, বিজয় সেখানে সুনিশ্চিত। তাঁর অবিচল অভিযাত্রা হয়েছে আরো যাত্রী বান্ধব। যাত্রীসেবার মানোন্নয়ন ও পণ্য পরিবহন সেবায় জনগণের অন্তরে স্থান পেয়েছে বিআরটিসি। বছরের পর বছর লোকসানে থাকা এই প্রতিষ্ঠানটি লোকসান কমিয়ে বর্তমানে লাভজনক একটি প্রতিষ্ঠান। সুনামের এ ধারা অব্যাহত রাখতে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন প্রতিষ্ঠানের বর্তমান চেয়ারম্যান মো. তাজুল ইসলাম স্যার (অতিরিক্ত সচিব)। তিনি এখানে যোগদানের পর অনেকাংশে পাল্টে গেছে রাষ্ট্রায়ত্ত এই সংস্থাটির চিত্র।

২০২১-২২ অর্থবছর থেকে বিআরটিসি ঘুরে দাঁড়াতে শুরু করেছে। এই সময়ে বহরে নতুন বাস ও ট্রাক যুক্ত না হলেও ওই অর্থবছরে মুনাফা অর্জন করে। কিংবদন্তি হওয়ার জন্য কারও স্বীকৃতির প্রয়োজন হয় না, ব্যক্তির অদম্য ইচ্ছা এবং কর্মই তাকে কিংবদন্তি হিসেবে গড়ে তোলে। বিআরটিসি একটি রাষ্ট্রায়ত্ত পরিবহন সংস্থা এবং এর কর্মপরিবেশ দেশের অন্য সব প্রতিষ্ঠান থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। শত প্রতিকূল পরিবেশ থাকা অবস্থায় এবং নানাবিধ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে কীভাবে সততা, প্রজ্ঞা ও মেধা দিয়ে জরাজীর্ণ ও অলাভজনক প্রতিষ্ঠানকে সার্বিকভাবে লাভজনক প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত করা যায় বর্তমান চেয়ারম্যান স্যার তার একটি জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত।

২০২১ এর পূর্বে প্রায় বিআরটিসি'র বাস ও ট্রাক ডিপোতে এবং প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট ও কেন্দ্রগুলোতে দীর্ঘ মাসের পর মাস ক্ষেত্রবিশেষে বছর শেষেও বেতন ভাতা বকেয়া ছিল। চারিদিকে শুধু হাহাকার, জীর্ণশীর্ণ প্রতিষ্ঠানের অবস্থা। এছাড়াও প্রতিষ্ঠানটি বিভিন্ন সমস্যার মধ্যে বিদ্যমান ছিল। কিন্তু বর্তমানে প্রধান কার্যালয়সহ ডিপো/ইউনিটের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীর বেতন-ভাতা নিজস্ব আয় থেকে প্রতি মাসের প্রথম কার্য দিবসে পরিশোধ করা হচ্ছে। বর্তমানে তিন মাস অন্তর গ্র্যাচুইটি, সিপিএফ ও ছুটি নগদায়নের টাকা অনলাইনে পরিশোধ করা হচ্ছে। গত দুই বছরে সিপি ফান্ড, গ্র্যাচুইটি এবং ছুটি নগদায়নের প্রাপ্য অর্থ নিয়মিত পরিশোধ করা হয়েছে। পূর্ববর্তী সময়ের বকেয়া বেতন, কল্যাণ তহবিল ও শিক্ষা সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। দীর্ঘদিন বন্ধ থাকা বিআরটিসি'র পর্ষদ গঠন ও কার্যক্রম পুনরায় চালু করা হয়েছে। বর্তমানে শুদ্ধাচার, এপিএ, তথ্য অধিকার, সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি, জিআরএস, ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা, কম্পিউটার অপারেটরদের ওরিয়েন্টেশন, কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

জাইকার অর্থায়নে গড়া তৎকালীন সময়ের সর্বাধুনিক বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন এর সমন্বিত কেন্দ্রীয় মেরামত কারখানাটি দীর্ঘদিন বন্ধ থাকার পর ২৬ জুন, ২০২১ তারিখে পুনরায় চালু করা হয়। কেন্দ্রীয় ও সমন্বিত কেন্দ্রীয় মেরামত কারখানার মাধ্যমে কর্পোরেশনে নিয়োজিত গাড়িগুলোকে যথাযথভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করে, গাড়ি বহরে যুক্ত রেখে নিরাপদ ও আরামদায়ক পরিবহন নিশ্চিত সম্ভব হচ্ছে। গাড়ি মেরামত করে বিআরটিসির গাড়িবহরে সংযুক্ত করে রাজস্ব বৃদ্ধি করা হয়েছে। সাফ চ্যাম্পিয়নশীপ জয়ী নারী ফুটবল দলকে সংবর্ধনা প্রদানের লক্ষ্যে স্বল্পতম সময়ের মধ্যে (২৪ ঘন্টা) ছাদখোলা বাস প্রস্তুত কার্যক্রমটি সরকারের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষসহ দেশব্যাপী সর্বমহলে প্রশংসিত হয়েছে। বিআরটিসি ফ্লিট ম্যানেজমেন্ট অটোমেশন সিস্টেম চালু করা হয়েছে। ফ্লিট ম্যানেজমেন্ট অটোমেশন সিস্টেমের ফলে বাস ও ট্রাকের আয়-ব্যয়, যন্ত্রাংশ, জ্বালানিসহ সব কার্যক্রম অনলাইন ও অফলাইনে মনিটরিং করে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে প্রশিক্ষিত ও দক্ষ জনবল অতীব গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমান চেয়ারম্যান স্যারের যুগোপযোগী ও বহুমুখী সিদ্ধান্তের ফলে প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে অনেক গতি সঞ্চারিত হয়েছে। বর্তমানে চারটি প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট ও ২০টি ট্রেনিং সেন্টারের মাধ্যমে বিআরটিসি ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ ও কারিগরি প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এই সকল প্রশিক্ষিত দক্ষ জনবল প্রশিক্ষণ গ্রহণের মাধ্যমে নিজেরা যেমন স্বাবলম্বী হচ্ছে তেমনি দেশের বাইরেও ড্রাইভিং পেশায় নিজেদের যোগ্যতা প্রমাণের মধ্য দিয়ে কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করছে। ইতোমধ্যে মোটরযান ড্রাইভিং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে HILIP, ToT , CVDP, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠান ও পদ্মা সেতু প্রকল্পের ক্ষতিগ্রস্থদের স্বাবলম্বী করার লক্ষ্যে ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। SEIP , জয়িতা ফাউন্ডেশনের প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশিক্ষণ চলমান রয়েছে।

প্রথমবারের মতো দপ্তর/সংস্থা প্রধান হিসেবে ২০২১-২২ অর্থবছরে চেয়ারম্যান, বিআরটিসি শুদ্ধাচার পুরস্কার পেয়েছেন। ২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিতে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা সমূহের মধ্যে বিআরটিসি প্রথম স্থান অর্জন করে।

বিআরটিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ তাজুল ইসলাম স্যারের সময়োপযোগী ও সূক্ষ্ম দিকনির্দেশনা এবং সঠিক নেতৃত্বে অন্যান্য সরকারি সংস্থার জন্য বিআরটিসি আজ একটি রোল মডেল হিসেবে রূপান্তরিত হয়েছে। বিআরটিসি'র এই অপ্রতিরোধ্য অগ্রযাত্রা রক্ষা করার দায়িত্ব আমাদের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীর। এই হোক বিআরটিসি'র সহযোদ্ধাদের আজকের অঙ্গীকার।

মোঃ নায়েব আলী

ম্যানেজার (টেক:), বিআরটিসি

আমার দীর্ঘ চাকুরী জীবনে দেখা একজন সাধারণের মাঝে অসাধারণ মানুষ

বিআরটিসি'তে আমি প্রথম শ্রেণির কর্মকর্তা (Senior officer) হিসেবে যোগদানের পর থেকেই দুইজন রাজনৈতিকভাবে নিয়োগকৃত চেয়ারম্যানসহ ২৬ তম চেয়ারম্যান হিসেবে জনাব মোঃ তাজুল ইসলাম (অতিরিক্ত সচিব) স্যারকে পেয়েছি। সকল চেয়ারম্যান মহোদয়ের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও সম্মান রেখে বলতে চাই সকলেই বিআরটিসি'কে উপরে তুলেছেন এবং বিআরটিসি'কে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ঐকান্তিক চেষ্টা করেছেন এতে কোন সন্দেহ নেই। তারপরও কর্পোরেশনের ভিতরে ও বাহিরে বিভিন্ন প্ররোচনা ইত্যাদি কারণে অনেক সময় সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সমস্যায় পড়েছেন। এতে করে কর্পোরেশনের ক্ষতি সহ নানা প্রকার বদনাম হয়েছে, অনেক সময় অতিরঞ্জিত হয়ে মিডিয়া পর্যন্ত চলে গেছে, মানুষ মাত্রই কিছু ভুল ত্রুটি থাকে এবং এই রকম কিছু কিছু ভুল ত্রুটি সব প্রতিষ্ঠানে হয়ে থাকে এবং সব প্রতিষ্ঠানেই ভাল মন্দ লোক বিরাজ করে। বর্তমানে আমরা কতটা আনন্দে শান্তিতে আছি সেটা ভাষায় প্রকাশ করতে পারিনা। কারণ তিনি যেহেতু সবসময় সকল কর্মচারীকে তদারকির মধ্যে রাখেন কাজেই ভুল এবং অপরাধের মাত্রা খুবই কম প্রায় জিরোতে "0"।

চেয়ারম্যান মহোদয় কোন সময় রুটিন ওয়ার্ক করতে পছন্দ করেন না। তিনি সবসময় নতুন নতুন কর্ম পরিকল্পনা চিন্তা ভাবনা এবং বাস্তবায়নে ব্যস্ত থাকেন। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অবদান বিগত করোনা মহামারীর মধ্যেও সকল ডিপোর কর্মচারীদের বেতন মাসের ১০ তারিখের মধ্যে দিতে পেরেছেন এবং করোনাকালীন সময়েও ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে ১২ মাসে প্রায় ২৫ (পঁচিশ) কোটি এবং ২০২১-২০২২ অর্থ বছর ১২ মাসে দ্বিগুণেরও বেশী ৫২ কোটি টাকা লাভ করেছেন। বর্তমানে প্রতি মাসের প্রথম কার্যদিবসে বেতন প্রদান করা হচ্ছে, এমনকি প্রতি মাসের ২৫ তারিখেও বেতন প্রদানের সামর্থ রয়েছে।

মাননীয় চেয়ারম্যান মহোদয় বিআরটিসিতে যোগদান করেই একটি স্লোগান তৃণমূল পর্যায়ে পৌছিয়ে দিতে সক্ষম হন সেটি হলো "রাজস্ব বৃদ্ধি, ব্যয় সংকোচন ও সেবার মান উন্নয়ন"। তিনি যোগদান করেই বুঝতে পারেন বিআরটিসি'তে আইটি শাখা খুবই দুর্বল। যাহার ফলে দ্রুত whatsp group চালু করেন এবং আইটির অন্যান্য বিষয়ে উন্নতির জন্য দ্রুত পদক্ষেপ নেন। যেহেতু বিআরটিসি প্রতিষ্ঠানটি যাত্রী ও পণ্য পরিবহন সেবাধর্মী প্রতিষ্ঠান সেহেতু প্রতিনিয়তই রাস্তায় কর্পোরেশনের প্রায় ১৫০০ থেকে ১৮০০ ট্রাক/বাস চলাচল করলে কোননা কোন অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটতে পারে এমন ধারণা পোষণ করেই চলতে হয়। আমরা যাদের মাধ্যমে জনগণের সেবা প্রদান করি যারা সম্মুখ সারির যোদ্ধা (Front Fighter) তাদের অধিকাংশই লেখাপড়া কম জানা লোক। কিছু কিছু লোক অস্থায়ী (No Work, No Pay) এদের সামাজিক বা কর্পোরেশনে দায়বদ্ধতা অনেক কম।

চেয়াম্যান মহোদয় সকল স্তরের চালক ও কারিগরদের ব্যাপক হারে দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। যাহার ফলে ধীরে-ধীরে দুর্ঘটনা হ্রাস পাচ্ছে, পাশা-পাশি গাড়ীর জ্বালানী ও রক্ষণাবেক্ষণ খরচ জ্যামিতিক হারে কমে যাচ্ছে। বর্তমান চেয়ারম্যানের সময়কালে যুগোপযোগী পরিকল্পনা গ্রহণ এবং নীতি বাস্তবায়নের জন্য বিআরটিসির তৃণমূল হতে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে। ফলে বিআরটিসি সঠিক সমস্যা নিরূপণ করে সমস্যার সমাধানে যথাযথ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তা বাস্তবায়ন করা সম্ভব হচ্ছে।

কোন মানুষের প্রশংসা করতে হয়না আসলে মনে থেকেই আসে। বর্তমান চেয়ারম্যান মহোদয়ের মত একজন সৎ, দক্ষ, যোগ্য ন্যায় বিচারক, প্রশাসক চেয়ারম্যান হিসেবে আমরা কমই পেয়েছি। মহোদয়ের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড দেখতে হলে শুধুমাত্র ২০২১-২০২২ অর্থ বৎসরের বার্ষিক প্রতিবেদনটি দেখলেই চলবে যা লিখে শেষ করা যাবে না।

সর্বশেষে বিটিভি'র অনেক আগের একটি নাটকের উদাহরণ দিয়ে শেষ করছি। একজন ধনকুবের সৎ বাবা তার ছেলেকে অনেক টাকা দিয়ে সারা দিন বৈধ পথে যত বেশী তত খরচ করতে বলেন। কিন্তু একটা পর্যায় গিয়ে আর টাকা খরচের কোন জায়গা না পেয়ে অবশিষ্ট টাকা বাবার হাতে ফেরত দেন। অতএব, মাননীয় চেয়ারম্যান মহোদয় আমাদেরকে দিয়ে বৈধ ভাবে সব ধরনের খরচের আদেশ দিয়েছেন। ফলে টাকা আর শেষ হচ্ছে না। বিআরটিসি'র আয় দিন দিন বেড়েই চলছে। পরিশেষে মহোদয়ের সুস্বাস্থ্য, দীর্ঘায়ু এবং সুন্দর ভবিষ্যৎ আল্লাহর নিকট কামনা করছি।

বিভিন্ন প্রিন্ট মিডিয়ায় বিআরটিসি

আজকের বিজনেস বাংলাদেশ

স্বর্ণযুগ পার করছে বিআরটিসি

❑ নিজস্ব প্রতিবেদক

- স্বচ্ছতার ভিত্তিতে নিয়োগ দিয়ে বিআরটিসিকে এক অনন্য উচ্চতায় নেয়া হয়েছে।
- বেকারত্ব দূরীকরণের জন্য সামনে আরও ৬শত লোককে নিয়োগ দেব। এভাবেই আমরা বেকারত্ব হ্রাস করছি যা বিআরটিসির ইতিহাসে অকল্পনীয়।
- বিআরটিসি এখন নাভানা, আকিজের মত প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করছে।

পূর্বের সকল রেকর্ড ভেঙে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন (বিআরটিসি) এর স্বর্ণযুগ চলছে বলে দাবি করেছে বিআরটিসির চেয়ারম্যান তাইজুল ইসলাম। বিআরটিসিতে এই প্রথম চেয়ারম্যান যিনি অর্থ মন্ত্রণালয় থেকে কোনো প্রকার টাকা না নিয়ে নিজস্ব আয় থেকে খরচ চালিয়ে যাচ্ছেন। স্বচ্ছতার ভিত্তিতে নিয়োগ দিয়ে বিআরটিসিকে এক অনন্য উচ্চতায় নেয়া হয়েছে। মঙ্গলবার সকালে বিআরটিসির সভাকক্ষে গণমামাধ্যমের সঙ্গে দীর্ঘ বৈঠকের সময় চেয়ারম্যান এসব কথা বলেন। তাইজুল ইসলাম বিআরটিসিতে যোগদানের পর সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী ও সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের সচিবের প্রত্যক্ষ দিক-নির্দেশনায় 'আয় বৃদ্ধি, ব্যয় সংকোচন ও যাত্রী সেবার মান উন্নয়ন' এর লক্ষ্য নিয়ে যে কাজ শুরু করেছিলেন সেটির ধারাবাহিকতা এখনও বজায় রেখেছেন। বিআরটিসির চেয়ারম্যান বলেন, একটা সময় বিআরটিসির গাড়ি তেমন একটা রাস্তায় ছিলো না। এখন যে রাস্তাতেই যাবেন বিআরটিসি গাড়ি দেখতে পাবেন। রাস্তায় ছবি তুলতে গেলেই বিআরটিসি চোখে পরে। বেকারত্ব দূরীকরণের জন্য সামনে আরও ৬শত লোককে নিয়োগ দেব। এভাবেই আমরা বেকারত্ব হ্রাস করছি যা বিআরটিসির ইতিহাসে অকল্পনীয়। দীর্ঘ ২৩ বছরে কোনদিন বিনোদন ভাতা দেয়া হতো না এখন আমরা দিচ্ছি। একটা সময় ম্যানেজমেন্টের জটিলতা ছিল এখন নেই। এখন প্রশিক্ষণের মাত্রাও আগের চেয়ে অনেক উন্নত, কারিগরদের অনেক ভালো প্রশিক্ষণের কারণে আমরা এক দিনেই ছাদখোলা বাস তৈরি করতে পেরেছিলাম। আমরা এখন নাভানা, আকিজের মত প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করছি। তাইজুল ইসলাম আরও বলেন, বিগত আড়াই বছরে বিআরটিসির যে সকল অর্জন ছিল সেগুলোর মধ্যে রয়েছে বর্তমানে প্রধান কার্যালয়সহ ডিপো ও ইউনিটের সব কর্মকর্তা-কর্মচারীর বেতন ভাতা নিজস্ব আয় থেকে প্রতি মাসের ১ তারিখে পরিশোধ করা হয়। বর্তমানে তিন মাস পর পর গ্র্যাচুইটি সিপিএফ ও ছুটি নগদায়নের টাকা অনলাইনে পরিশোধ করা হচ্ছে। গত ২ বছরে সিপি ফান্ড, গ্র্যাচুইটি এবং ছুটি নগদায়ন বাবদ ১ হাজার ১৫২ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে মোট ৩৭ কোটি ৫৮ লাখ ৮৮ হাজার ৯৩৪ টাকা পরিশোধ করা হয়েছে। চেয়ারম্যান যোগদানের পূর্ববর্তী সময়ের বকেয়া বেতন বাবদ

● এরপর পৃষ্ঠা ৭ কলাম ২

দৈনিক বাংলা

বুধবার, ৯ আগস্ট, ২০২৩

'বিআরটিসিতে মারিং-কাটিং-মিসিং সব এখন বন্ধ'

প্রতিবেদক, দৈনিক বাংলা

বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন করপোরেশন বিআরটিসির চেয়ারম্যান মো. তাজুল ইসলাম বলেন, বিআরটিসিতে এখন দুই নম্বর চাকা লাগিয়ে এক নম্বর চাকার বিল করার দিন শেষ। বিআরটিসিতে মারিং-কাটিং-মিসিং সব এখন বন্ধ হয়েছে। তবে কিছু দুষ্কৃতকারী, বিশ্বাসঘাতক উন্নয়নের চাকা বাধাগ্রস্ত করতে বিআরটিসিকে পেছেনে টেনে ধরে রাখতে চায়।

গতকাল মঙ্গলবার রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থা-বিআরটিসির মতিঝিলের প্রধান কার্যালয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়ে এসব কথা বলেন সংস্থাটির চেয়ারম্যান।

কালবেলা

বৃহস্পতিবার, ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৩, ৩০ ভাদ্র ১৪৩০

নির্মল আনন্দের পর্যটক বাস

আদর শর্মা, চট্টগ্রাম ▸▸

ছাদখোলা দ্বিতল বাস। বসে-দাঁড়িয়ে নয়নাভিরাম দৃশ্য অবলোকন। সঙ্গে মুক্ত হাওয়া অবগাহন, প্রাকৃতিক নৈসর্গিকগুলোর আলিঙ্গন। বায়েজিদ লিঙ্ক রোড, ফৌজদারহাট মেরিন ড্রাইভের মতো নয়নাভিরাম দৃশ্য দর্শন। চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে চালু করা পর্যটক বাসে পাওয়া যাবে এ নির্মল আনন্দ। এ আনন্দে প্রতিদিনই যোগ হচ্ছে উৎসুক-আগ্রহী যাত্রী। পর্যটকদের জন্য এটি দেশে প্রথম উদ্যোগ।

জানা যায়, গত ১০ জুন থেকে জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে চালু করা হয় পর্যটক বাস। নগরের টাইগার পাস থেকে ফৌজদারহাট ডিসি পার্ক হয়ে পতেঙ্গা সমুদ্রসৈকতে প্রথম দিকে দুটি দ্বিতল বাস (একটি ছাদ খোলা) চালু করা হয়। বাসগুলো প্রতি রোববার থেকে বৃহস্পতিবার পতেঙ্গা সমুদ্রসৈকতে দুটি করে চারটি ট্রিপে আসা-যাওয়া করে।

চট্টগ্রামের অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) রাকিব হাসান বলেন, চট্টগ্রামের বিনোদনকেন্দ্রগুলোতে যাওয়ার মতো সুবিধাজনক বাহন নেই। পতেঙ্গা সমুদ্রসৈকতসহ বিভিন্ন স্পটে যেতে মানুষের দুর্ভোগ পোহাতে হয়। তাই বিনোদনপ্রেমীদের ভোগান্তির বিষয়টি চিন্তা করে জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে পর্যটক বাস চালু করা হয়েছে। এতে ভালোই সাড়া মিলেছে।

পর্যটক বাসের সমন্বয়কারী জেলা প্রশাসনের ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তা জামশেদ আলম রানা বলেন, পর্যটক বাস চালু জেলা প্রশাসকের একটি সৃষ্টিশীল উদ্যোগ। এর মাধ্যমে মানুষ পরিবার নিয়ে স্বাচ্ছন্দ্যে সমুদ্রসৈকত, ডিসি পার্কসহ বিভিন্ন পর্যটন এলাকা অবলোকন করতে পারছেন। পর্যটকরা ছাদখোলা বাসটি বেশ উপভোগ করছেন।

জানা যায়, নামমাত্র মূল্যে পর্যটক বাসের ভাড়া নির্ধারণ করা হয়। টাইগার পাস থেকে ডিসি পার্ক ভাড়া ৪০ টাকা, ডিসি পার্ক থেকে পতেঙ্গা সমুদ্রসৈকত ৩০ টাকা। টাইগার পাস থেকে পতেঙ্গা সমুদ্রসৈকত ৭০ টাকা। একটি ছাদখোলা দ্বিতল বাসের ধারণ ক্ষমতা ৫৫ এবং অন্যটির ধারণ ক্ষমতা ৭৪ জন। প্রতিদিন ২৫৮ যাত্রী যাতায়াত করছেন। পর্যটকদের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে নয়নাভিরাম আঙ্গিক দেওয়া হচ্ছে পতেঙ্গা সমুদ্রসৈকতকে। বিদ্যমান বিভিন্ন অস্থায়ী অবকাঠামোগুলোকে আকর্ষণীয় ও জনবান্ধব করতে বিচ এলাকায় ফুড জোন, কিডস জোন, পাবলিক টয়লেটসহ বিভিন্ন জোনে ভাগ করে উন্নয়ন পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

ছবি : রোহেত রাজীব

বাধাহীন ছুটল বাস, উচ্ছ্বসিত যাত্রী

ভিডিও দেখতে কিউআর কোড স্ক্যান করুন

ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে

নিজস্ব প্রতিবেদক

চলতি মাসের শুরুতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রাজধানীবাসীর বাধাহীন চলাচলের জন্য উদ্বোধন করেন ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে। শুরুতে শুধু ব্যক্তিগত গাড়ি চলাচল করলেও গতকাল থেকে এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়েতে চলাচল করছে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন করপোরেশনের (বিআরটিসি) বাস। যাদের প্রাইভেট কার নেই, তাদের ইচ্ছা পূরণ হচ্ছে গণপরিবহনে যাতায়াত করে। বাধাহীন পথে বাসে ভোগান্তিহীন ও অল্প সময়ে চলাচল করতে পারছেন নগরবাসী। গতকাল ফার্মগেটের খামারবাড়ি প্রান্ত থেকে এ বাস চলাচলের উদ্বোধন করেন সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের সচিব এ বি এম

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৩

বিভিন্ন প্রিন্ট মিডিয়ায় বিআরটিসি

নতুন ধারার দৈনিক **আমাদের সময়**

প্রকাশ: ২৯ আগস্ট ২০২৩ খ্রিঃ, পৃষ্ঠা: ৫

স্বপ্নের জায়গায় নিয়ে যাচ্ছি বিআরটিসিকে

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধকালে এ দেশের পরিবহন অবকাঠামো বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর পরই সড়কপথে পরিবহন ব্যবস্থা সচল করতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ভারত থেকে ২০টি ট্রাক ও ২০টি বাস আনার নির্দেশ দেন। এ সময়ই ইপিআরটিসির নাম বদলে রাখা হয় বিআরটিসি, যা নিরাপদ ও আধুনিক রাষ্ট্রীয় সড়ক পরিবহন ব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রত্যয় নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে। বিআরটিসির বর্তমান অবস্থা ও কার্যক্রমসহ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে সম্প্রতি কথা হয় প্রতিষ্ঠানটির চেয়ারম্যান মো. তাজুল ইসলামের সঙ্গে। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন আমাদের সময়ের সহ-সম্পাদক **শাহিন আলম শাওন**

ছবি : ওমর ফারুক টিটু

বিআরটিসিতে আসার আগে আমি ১১১টি সমস্যা চিহ্নিত করি। এই চিহ্নিত হওয়া সমস্যাগুলো সমাধান করার চেষ্টা করে যাচ্ছি। সবচেয়ে বড় কথা আমি বঙ্গবন্ধুর আদর্শকে অনুসরণ করি। তা ছাড়া সবার সহযোগিতায় আমরা এই সাফল্য অর্জন করতে সক্ষম হয়েছি

মো. তাজুল ইসলাম
চেয়ারম্যান, বিআরটিসি

এক নজরে বিআরটিসি চেয়ারম্যানের যত সাফল্য

বিআরটিসি আয়-ব্যয় সংক্রান্ত তথ্য

কালবেলা

বুধবার, ০৯ আগস্ট ২০২৩, ২৫ শ্রাবণ ১৪৩০

দুই নম্বর চাকা লাগিয়ে এক নম্বরের বিল করার দিন শেষ

■ বিআরটিসি চেয়ারম্যান

কালবেলা প্রতিবেদক

কিছু কিছু দুষ্কৃতকারী, বিশ্বাসঘাতক উন্নয়নের চাকা বাধাগ্রস্ত করতে বিআরটিসিকে পেছনে টেনে ধরে রাখতে চায় বলে অভিযোগ করেছেন প্রতিষ্ঠানটির চেয়ারম্যান মো. তাজুল ইসলাম। তিনি বলেন, এসব ঘটনার পেছনে প্রতিষ্ঠানের কিছু লোকজনও জড়িত। তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এক ভাগ অনিয়মও বরদাশত করা হবে না।

গতকাল মঙ্গলবার রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থা-বিআরটিসি ভবনে সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়ে তিনি এসব কথা বলেন। বলেন, বিআরটিসিতে এখন দুই নম্বর চাকা লাগিয়ে এক নম্বর চাকার বিল করার দিন শেষ। বিআরটিসিতে মারিং, কাটিং, মিসিং সব এখন বন্ধ হয়েছে। ভয় দেখিয়ে লাভ নেই উল্লেখ করে এই অতিরিক্ত সচিব বলেন, সত্য কথা আমার বিরুদ্ধেও লেখা যাবে। আমরা অদক্ষদের চাকরি থেকে বিদায় না করে প্রশিক্ষণ দিয়ে দক্ষ করে তুলেছি। সঠিক ব্যবস্থাপনার অভাবে একসময় বিআরটিসিতে নানা সংকট ছিল। কিন্তু পেছনের সব জঞ্জাল আস্তে আস্তে কাটিয়ে উঠেছি। আগামী তিন বছর নতুন গাড়ি না এলেও শ্রমিক-কর্মচারীদের বেতন বন্ধ হবে না।

কল্যাণ তহবিল নীতিমালা করা হয়েছে জানিয়ে প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নের বিভিন্ন দিক তুলে ধরে তিনি বলেন, বদলি নীতিমালা করা হবে। বিআরটিসির কোনো কর্মচারী এখন চিকিৎসার অভাবে মারা যাবে না।

নানা প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যে নতুন ৯০০ জনবল নিয়োগ দেওয়া হয়েছে জানিয়ে বিআরটিসি চেয়ারম্যান বলেন, ৩৪টি ইউনিটের জন্য আরও ১৮ হাজার জনবলের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। বিআরটিসি বাসে আগামী মাসে র‍্যাপিড পাস চালু হবে। দেড় কোটি টাকা ব্যবস্থাপনা ব্যয় কমানোর কথা তুলে ধরে তিনি বলেন, ৫০০ নতুন বাস হলে আগামী তিন বছরের মধ্যে বিআরটিসি লিজ প্রথা থেকে বেরিয়ে আসবে।

ই-আজকের দর্পণ

শুক্রবার, ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৩

পরিবহন সেবার আইকন হতে যাচ্ছে বিআরটিসি

সাক্ষাৎকার

সমকাল

রোববার, ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৩

লোকসানি বিআরটিসি মুনাফায়

সরকারি প্রতিষ্ঠানের জন্য উদাহরণ

নিয়মিত বেতন দিতে পারছে | দিচ্ছে পেনশন শোধ করছে ঋণও | গাড়ি বাড়লেও মেরামত খরচ কমেছে

"বিআরটিসির লোকসান করার কারণ ছিল না। গাড়ি বসিয়ে রেখে ইচ্ছা করে লোকসান করা হতো"
অধ্যাপক সামছুল হক
গণপরিবহন বিশেষজ্ঞ

■ রাজীব আহাম্মদ

সরকারি বেশির ভাগ প্রতিষ্ঠানের মতো লোকসানে ধুঁকতে থাকা সড়ক পরিবহন করপোরেশন (বিআরটিসি) ঘুরে দাঁড়িয়েছে। হাজার কোটি টাকা ঋণের ভারে ন্যুব্জ প্রতিষ্ঠানটি এখন লাভের মুখ দেখেছে। ধারাবাহিক মুনাফা করছে। গত তিন বছরে বহরে নতুন বাস ও ট্রাক যোগ না হলেও আয় আড়াই গুণ বেড়েছে। একসময় আট মাস বকেয়া পড়লেও ৮৭৩ জন নতুন কর্মকর্তা-

২০১৮-১৯ অর্থবছরে ২৫৮ কোটি ৮৮ লাখ টাকা আয়ের বিপরীতে বিআরটিসির খরচ ছিল ২৬৫ কোটি ৫৩ লাখ টাকা। সেই বছর লোকসান ৬ কোটি ৬৪ লাখ টাকা। ৯ মাস বেতন বকেয়া পড়ায় ২০১৯ সালের ৯ জানুয়ারি রাজধানীর জোয়ার সাহারা ডিপোতে তালা দেন চালক-শ্রমিকরা। ১৬ মাসের বেতন বকেয়া পড়েছিল নারায়ণগঞ্জ ডিপোতে।

ঘুরে দাঁড়ানো শুরু

২০১৯-২০ অর্থবছরে বাস, ট্রাক, ওয়ার্কশপ এবং প্রশিক্ষণ